

## ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

চৈত্রি খুব ভালো উপস্থাপন করতে পারে। তার উচ্চারণ শুদ্ধ কণ্ঠের স্কেলও চমৎকার ওঠানামা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা দেখে সে অনেক কৌশল আয়ত্ত করেছে। সে যখন কোনো অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করে দর্শক মুগ্ধ হয়ে তা শোনে। কিন্তু চৈত্রির মনে সব সময় একটি সংশয় কাজ করে। সে মনে করে তা হয়তো বলার ধরনটা ভালো হয়নি। দর্শকদের কারো মুখে হাসির ভাব থাকলে সে ভাবে তার হয়তো ভুল হয়েছে। নয়তো উপস্থাপনা ভালো হচ্ছে না। তার মনে সব সময় এরূপ একটি দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এজন্য সে অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করে। তার এই হতাশার কারণে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে তার প্রতিভা অন্ধকারেই রয়ে যাচ্ছে।

ক. পাছে লোক কিছু বলে কবিতাটির কবির নাম কী?

খ. কাদের সংকল্প কঅনেক সময় স্থির থাকে না কেন বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের মতো তোমার কোনো বন্ধুর মধ্যে এ সমস্যাটি আছে কিনা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রতিভা বিকাশে সংশয়কে কীভাবে উত্তরণ করা যায় তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## ১নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. পাছে লোক কিছু বলে কবিতাটির কবির নাম কামিনী রায়।

খ. যারা সংশয় দ্বিধা সংকোচের মধ্যে থাকে তারা সংকল্প অনেক সময় স্থির থাকে না।

কেউ কেউ কো না মহৎকাজের পরিকল্পনা বা উদ্যোগ নিলে তার মনে সব সময় সমালোচনার ভয় কাজ করে। সে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে। কাজটা ভালো হলো কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন তার সামনে এসে জড়ো হয়। ফলে তার সংকল্প স্থির থাকে না।

গ. উদ্দীপকের মতো আমার এক বন্ধুর মধ্যে এ সমস্যাটি রয়েছে।

আমার বন্ধু নিবারণ সব সময় সমালোচনার ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কোনো কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের কারণে তা করতে পারে না। নিবারণ খুব ভালো উপন্যাস লেখে কিন্তু প্রকাশের জন্য দিতে চায় না কারণ সে ভাবে তার লেখাটা ভালো হয়েছে কিনা গঠনগত দিক থেকে ঠিক আছে কিনা ককে কী ভাবে ইত্যাদি সংশয় থাকে। নিবারণ ও সমালোচনার ভয় উপেক্ষা করতে পারে না। উদ্দীপকের চৈত্রি সংশয়াচ্ছন্ন চৈত্রির এই মনোভাব আমার বন্ধু নিবারণের মাঝে ও রয়েছে।

উদ্দীপকের চৈত্রির সংশয় আর সমালোচনার ভয় আমার বন্ধু নিবারণের মধ্যে রয়েছে। উদ্দীপকের মতো আমার বন্ধু নিবারণের মধ্যে এ সমস্যাটি আছে।

ঘ. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সংশয়কে অতিক্রম করা সম্ভব।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব মানবজীবনে প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। সংশয়ের ফলে কোনো মহৎ কাজে অগ্রসর হওয়া যায় না। সমালোচনার কারণে যেমন ব্যক্তি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সমাজেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।

উদ্দীপকের চৈত্রি এমনই দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে পথে চলে। সমালোচনার ভয়ে সে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। ভালো একজন উপস্থাপক হয়েও সে সমাজের লোকচক্ষুর ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

বস্ত্ত জীবনে ভালো কিছু করতে হলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে হয়। এক্ষেত্রে সমালোচনা থাকবে। তাই বলে নিজেকে সংকুচিত করা যাবে না। বরং সাফল্য অর্জনে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে পথ চলতে হবে। আর এভাবেই জীবনে সংশয়কে অতিক্রম করলে মেধার বিকাশ হবে।

## ২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

কবিতা-১। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয়ে করে জয়

তাহাদের পরিচয়

লিখে রাখে মহাকাল

কবিতা-২ বিধাতা দিচ্ছেন প্রাণ

থাকি সদা শ্রিয়মাণ

শক্তি মরে ভীতির কবলে

পাছে লোকে কিছু বলে।

ক. পাছে লোক কিছু বলে কবিতাটির রচয়িতা কে?

খ. মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য একদলে মিশতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কবিতা-১ ও কবিতা-২ এর তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে কবিতা-১ ও কবিতা-২ ভিন্ন ভাবনার পরিচয় দেয় মন্তব্যটি যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

## ২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. পাছে লে ১ক কিছু বলে কবিতাটির রচয়িতা কামিনীর রায়

খ. পেছনের মানুষের কথার ভয়ে মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ একদলে মিশতে পারে না।

সকলে মিলেমিশে সহজেই একটি কঠিন কাজ মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করা যায়। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার বাধাবিপত্তি অতিক্রম খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সংগত কারণে সমাজের যেকোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য সকলের সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সমাজের কিছু পিছহটা মানুষ দ্বারা দ্বিধাভ্রান্ত হয়েমহৎ উদ্দেশ্যে সাধনকারীকে দলে মিশতে পারে না। সহজভাবে মিশতে না পারারপেছনে অন্যের মন্তব্যকে সে বড় ভয় ম নে করে। অপরে মন্তব্য করতে আরে এই ভেবে নিজের চিন্তা নষ্ট করে এবং সে হয়ে পড়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

গ. উদ্দীপকের কবিতা-১ ও কবিতা-২ একদিকে সাহসী অন্যদিকে ভীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়।

মানুষকে বেচে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজ করতে হয়। কিন্তু সেই কাজকে সকলে সমানভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। মনের সংশয় প্রতিনিয়ত ওই কাজটি সম্পন্ন করতে বাধা দেয়। দ্বিধাভ্রান্ত মানুষ তাই কোথাও সঠিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। চলার পথে নিজের পা ফেলতে ভয় পায়। অন্যরা কোনো মন্তব্য করতে পারে এ চিন্তা করে নিজের ভাবনাকে অনায়াসে মিলিয়ে দেয় মনের গভীরে।

উদ্দীপকে দুটি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। কবিতা-১ এ দেখা যায় সাহসী এক অভিযাত্রিক দল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অজৈয়কে জয় করেছে। মহাকালের পৃষ্ঠায় এ দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া অভিযাত্রিকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। কবিতা-২ এ ভীতিগ্রস্ত মানুষের ভাবনা চিন্তার বহি প্রকাশ ঘটেছে। যারা প্রাণশক্তি থাকা সত্ত্বেও সব সময় স্তান হয়ে থাকে তাদের মনের শক্তি হারিয়ে যায় অজানা ভয়ের কাছে। এভয় কে জয় করতে পেরেছে উদ্দীপক-১ এর অভিযাত্রিকরা।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতা-১ ও কবিতা-২ এর মাঝে মানুষের চিন্তাভাবনার যে বৈপরীত্য রয়েছে তা সম্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কবি কামিনী রায় মানুষের দোলাচল মনের প্রতিচ্ছবি পাছে লোকে কিছু বলে কবিতায় তুলে ধরেছেন। এ কবিতায় সংশয় ভয় সমালোচনা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যত প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করে তা রকথা বলেছেন। অস্পষ্ট এক চিন্তার কাছে ব্যক্তিগত সকল ভাবনার অবসান ঘটে।

উদ্দীপকের দুটি ভাগ রয়েছে যেখানে দুই শ্রেণির মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভয়হীন তারুণ্যপূর্ণ প্রাণশক্তিতে বলিয়ান কযারা তারাই অজানা দুর্গম পথ পাড়ি দেয়। নতুন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা তাদের মধ্যে প্রবল। অন্যদিকে কবিতা-২ এ ঠিক তার বিপরীত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাণশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে মিথ্যা ভয়েরকাছে তারা মাথানত করছে।

দুর্গম পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রিক দল আমাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নেয়। চিরজীবী মহাকাল তাদের এ গৌরবকে ধারণ করে যুগে পর যুগ বিপদে ভরা পথে তারা অগ্রসর হয়। কারণ তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যেকোনো মূল্যে। কিন্তু যারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলে কালের স্রোতে। আর এখানেই উদ্দীপকের কবিতা-১ ও কবিতা -২ এ ভাবনাগত ভিন্নতা চোখে পড়ে।

### ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্ন

আলফির মনে হঠাৎ এক সময় কবিতা লেখার ইচ্ছা হয়েছিল। প্রবল আগ্রহে চার পাচটি কবিতা সে লিখেও ফেলেছিল তার খুব কাছে দুই একজন ছাড়া সে কবিতাগুলো এখনো কাউকে দেখায়নি। তার খুব ইচ্ছা হয় স্কুল ম্যাগাজিন বা কোনে পত্রিকায় এগুলো প্রকাশ করার। যারা কবিতাগুলো পড়েছে সবাই বলেছে সুন্দর হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোক লজ্জার ভয়ে আলফি কবিতাগুলো প্রকাশ করার সাহস পায় না।

ক. আমাদের শক্তি কিসের কবলে?

খ. মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত দলের সাথে কবি মিশতে পারেন না কেন?

গ. আলফির সঙ্গে পাছে লোক কিছু বলে কবিতার কী মিল আছে। ব্যাখ্যা কর

ঘ. আলফির মনোভাব আর পাছে লোকে কিছু বলে কবিতার মূলভাব কতটা যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে কর। বিশ্লেষণ কর।

### ৩নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. আমাদের শক্তি মরে ভীতির কবলে।

খ. লোকনিন্দার ভয়ে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যেও আমরা একত্র হতে পারি না।

মহৎ উদ্দেশ্যে সাধন ব্যক্তির একক ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সকলের সাথে মিলেমিশে সে ইচ্ছা সফল করতে হয়। কিন্তু অনেকেরই মনে দ্বিধা ভয় লজ্জা থাকার কারণে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। নিন্দকের মন্তব্যের কাছে হার মেনে যায়।

গ. আলফির সঙ্গে পাছে লোক কিছু বলে কবিতার ভয় ও লজ্জার বিষয়টির মিল রয়েছে।

পাছে লোক কিছু বলে কবিতায় মানুষের ভয় এবং লজ্জার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। একজন মানুষ ভালো কাজ বা মহৎ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সমালোচনার ভয়ে ফিরে আসে। তার মধ্যে সংকোচ কাজ করে। যা তাকে পিছিয়ে রাখে কল্যাণমূলক কাজ থেকে।

উদ্দীপকের আলফির মধ্যে একই বিষয়বস্তুর প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে আলফি হঠাৎ করেই কবিতা লেখা শুরু করে। কবিতাগুলো তার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুর বান্দবরা বেশ পছন্দ করে। সবাই চায় কবিতাগুলো ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় ছাপা হোক। কিন্তু সে ভয় আর লজ্জায় তা থেকে পিছিয়ে আসে। যা কবিতার বক্তব্যে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের আলফির মধ্যে সমালোচনার ভয় ও লজ্জা কাজ করছে।

ঘ. উদ্দীপকের আলফির মনোভাব আর পাছে লোক কিছু বলে কবিতার মূলভাব আংশিক যুক্তিযুক্ত।

পাছে লোক কিছু বলে কবিতায় কবি সমালোচকের সমালোচনায় ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলতে আহ্বান করেছেন। মাঝে মাঝে মধ্যে আমাদের মধ্যে মহৎ কর্ম সাধনের চিন্তা জাগ্রত হয় ঠিকই কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। এর অন্যতম কারণ ভয় বা লজ্জা। যা আমাদেরকে সমালোচনাকে উপেক্ষা করে স্থায়ী লক্ষ্যে স্থির থাকে।

উদ্দীপকে আলফি হঠাৎ করেই কিছু কবিতা লেখে। যা তার বন্ধুরা খুব পছন্দ করে। সবাই চায় কবিতাগুলো পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে ছাপা হোক। কিন্তু আলফি তা করতে চায় না সমালোচনার ভয়ে। যা মোটেও কাম্য নয়।

উদ্দীপকের আলফি সৃজনশীল কর্ম সাধন করেছে ঠিকই কিনউত প্রকাশের সাহস পায় নি। তাই হীন সাহসীদের কবি উদ্বুদ্ধ করতে বলেছেন সমালোচনাকে উপেক্ষা করে স্থায়ী লক্ষ্যে স্থির থাকতে। তাই বলা যায় আলফির মনোভাব কবিতায় পুরো নয় আংশিক দিক স্বীকার করে।

### ৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

গ্রীষ্মের ছুটি হলে শফিক বাড়িতে আসে। কয়েকজন বেকার যুবক ও সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে পরিকল্পনা করে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় খোলার। সবাই তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। এজন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, ঘর, শিক্ষক সবই নির্বাচন করে। এমন সময় গ্রামের এক লোক, বলে ইতঃপূর্বে কামাল মাস্টারের মতো মানুষ এ কাজে ফেল মেরেছে, সেখানে কচি শিশুরা খুলবে নৈশ বিদ্যালয়। তাহলে সিদ্ধ ধানে গজ আসবে। একথা শুনে তারা দমে যায়।

ক. সংকল্প শব্দটির অর্থ কী ?

খ. একটি স্নেহের কথায় কীভাবে আমাদের ব্যথা দূর হতে পারে ?

গ. শফিকের উদ্যোগ ব্যাহত হওয়ার কারণ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের মাঝে সে ধরনের পরিবর্তন এলে সে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হতো তা ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার আলোকে যুক্তিসহ লেখ।

### ৪নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. সংকল্প কথার অর্থ মনের দৃঢ় ইচ্ছা।

খ. একটি স্নেহের কথায় যে ভালোবাসার পরশ থাকে তা আমাদের ব্যথা দূর করতে পারে।

ব্যথিত মানুষ স্বভাবতই মানসিকভাবে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করে। অন্যের একটুখানি সুখের কথা একটি আশার বাণী সমস্যায় থাকা মানুষকে সান্তনা দেয়। স্নেহমাখা কথার পরশে অনেক বড় ব্যথার উপশম হয়, আশাহতের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। আর এভাবেই স্নেহের কথাগুলো আমাদের ব্যথা দূর করতে পারে।

গ. উদ্দীপকের শফিকের উদ্যোগ গ্রামের একটি মাত্র লোকের কথায় থেমে যায়। শফিকের এমন সংকোচের বিষয়টি কামিনী রায় এর ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাতেও বর্ণিত হয়েছে।

মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে কিংবা সমাজের মঙ্গলের জন্য কোনো কাজ করতে গেলে নানারকম সমস্যা আসতে পারে। নানারকম সমালোচনা হতে পারে উদ্দীপকের শফিকের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। একটি লোকের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শফিক ও তার বন্ধুরা একটি ভালো কাজ বন্ধ করে দেয়।

সমাজে কিছু মানুষ সব সময় ভালো কাজে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কবি কামিনী রায় তাঁর ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় সে কথাই স্পষ্ট করেছেন। শফিক ও তার বন্ধুরা যখন একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছিল, তখন তেমনি একজনের কণ্ঠস্বরে তাদের সে কাজ থেমে যায়। সমালোচকদের একটি নেতিবাচক কথায় শফিকের সুন্দর উদ্যোগটি ব্যাহত হয়। আলোচ্য কবিতার আলোকে এর পেছনে শফিকের সংশয়গ্রস্ত মন দায়ী।

ঘ. মনোবল দৃঢ় থাকলে এবং সমালোচনা উপেক্ষা করতে পারলে শফিক তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকের মাঝে অন্যের সমালোচনাকে উপেক্ষা করার যথেষ্ট মানসিক শক্তি ছিল না। এ সমস্যাটি কথায় ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটিতে ও মূল বিষয় হিসেবে এসেছে।

‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় দেখানো হয়েছে অন্যের সমালোচনামূলক কথার ফলে আমাদের জীবন কীভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। শফিক ও তার বন্ধুদের মতো ভালো ও মহৎ কাজের উদ্যোগ নিয়েও আমরা কীভাবে পিছিয়ে আসি।

আমাদের সমাজে নিন্দুকের অভাব নেই। অন্যের কাজের দোষত্রুটি ধরাই যেন তাদের মূল কাজ। তবু আমাদেরকে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এ জন্য আমাদের মনে থাকতে হবে দৃঢ় মনোবল অন্যের কথায় আমাদেরকে সংকুচিত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। উদ্দীপকের শফিকের মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে সে তার পরিকল্পনাকে ঠিক-ঠাক বাস্তবায়ন করতে পারত। আলোচ্য কবিতার আলোকে একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায়।

### জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। শ্রিয়মাণ শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ শ্রিয়মাণ শব্দের অর্থ কাতর / বিষাদগ্রস্ত।

২। কবি কামিনী রায়ের কবিতায় কার প্রভাব স্পষ্ট?

উত্তরঃ কবি কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রভাব স্পষ্ট।

৩। কামিনীর রায়কে কোন স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়?

উত্তরঃ কামিনী রায়কে জগত্তারিনী স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

৪। উপেক্ষা শব্দটি অর্থ কী?

উত্তরঃ উপেক্ষা শব্দটি অর্থ হলো অবহেলা করা

৫। আমাদের শক্তি মরে কিসের কবলে?

উত্তরঃ আমাদের শক্তি মরে ভীতির কবলে

৬। সংশয়ে সदा কী টলে?

উত্তরঃ সংশয়ে সदा সংকল্প টলে।

৭। পাছে লোকে কিছু বলে কবিতাটির রচয়িতা কে?

উত্তরঃ পাছে লোকে কিছু বলে কবিতাটির রচয়িতা কামিনী রায়।

৮। প্রাণ কাদলে কবি কী শুরু রাখেন?

উত্তরঃ প্রাণ কাদলে কবি আখি শুরু রাখেন।

৯। কামিনী রায় কোন বিষয়ে অনার্স পাস করেন?

উত্তরঃ কামিনী রায় সংস্কৃত বিষয়ে অনার্স পাস করেন।

১০। কামিনী রায় কতসালে জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তরঃ কামিনী রায় ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

### অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

১। সংশয়ে সংকল্প টলে কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ অন্যের সমালোচনার তয়ে সংশয়ে সংকল্প সदा টলে।

আমরা যখনই কোনো কাজ করতে যাই তখনই সাদা মানুষ নানাভাবে তার সমালোচনা করে থাকে। মানুষের এ সমালোচনা আমাদের মনে দ্বিধা তৈরি করে। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে সংশয়ের সম্মুখীন হই। লক্ষ্য অর্জন করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

২। কবি সदा ভয় সदा লাজ কেন বলেছেন?

উত্তরঃ ভীরা ও কাপুরুষ মনোভাবের জন্য আমরা সदा ভয় ও লজ্জায় দিনাতিপাত করি এবং সংকল্পচ্যুত হয়ে কোনো কাজই করতে পারি না। দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ সর্বদা লোকের সমালোচনার ভয় করে। ভীরা মন তাদের সর্বদা লজ্জা ও ভয়ে আক্রান্ত হয়ে আড়ালে নীরবে দিন কাটায়। ফলে অন্তরের সংকল্প সংশয়ে টলে যেতে থাকে। আর সংকল্পচ্যুত হলে তো কোনো কাজই করা যায় না। মূলত মনের জোরের স্বল্পতার কারণে আমরা সदा ভয় ও লাজে কাজ করতে পারি না।

৩। শক্তি মরে ভীতির কবলে বলতে কী বুঝিয়েছেন ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ ভয়ের কারণে স্বাভাবিক শক্তিও যে নষ্ট হয় উক্তিটি দ্বারা কবি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

বিধাতা মানুষকে প্রাণ দিয়েছেন স্বীয়কর্মে নিজেদের উদ্বোধন করার জন্য। কিন্তু মানুষ লোকলজ্জা ও সংকীর্ণতার ভয় ভীত হয়ে সে কর্মসম্পাদন থেকে পিছিয়ে আসে। একারণে তার মধ্যে কাজ করার স্বাভাবিক শক্তিও নষ্ট করে।

৪। একটি স্নেহের কথা প্রশমিতে পারে ব্যথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ ভালোবাসার স্পর্শ কী করে মানুষের যন্ত্রণাকে উপশত করতে পারে তা বোঝানো হয়েছে আলোচ্য পঙক্তিতে।

অন্যের দুখ দেখে মানুষেরচোখে জল আসতেই পারে। তখন যদি একটি স্নেহের কথা বলা যায় তাহলে সেটিই ঐ মানুষটির দুখকে দুখ করে দিতে পারে সেখানে আর কিছুই প্রয়োজনীয়তা থাকেনা।

৫। হৃদয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধ মতো উঠে শুভচিন্তা কত শুভচিন্তা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ শুভচিন্তা বলতে সুন্দর চিন্তাকে বোঝানো হয়েছে।

মানুষের হৃদয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তা আসে। অনেক ভালো কাজ করার প্রেরণা আসে যা দিয়ে সমাজ সংসারের উন্নতি ঘটানো যায় মূলত এসব চিন্তাই শুভচিন্তা। শুভ বা সুন্দর চিন্তার মাধ্যমেই মানুষ সুন্দর কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

### অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জামিল লাজুক এবং আত্মকেন্দ্রিক গোছের ছেলে। কোনো কিছু করতে গেলেই সে কাজের ফল সম্পর্কে আগাম ভাবে। বিশেষ করে প্রত্যেক কাজের নেতিবাচক ফলটিই তার সামনে চলে আসে। ফলে তার পক্ষে কোনো কিছুই করা হয়ে ওঠে না। সে নিষ্ক্রিয় ও উদ্যমহীন। তাই জীবন-জগতের কর্মস্রোত তাকে স্পর্শ করে না। কেউ তাকে কোনো কাজে ডাকে না। তার কাছ থেকে কারো যেন কোনো প্রত্যাশা নেই

ক. হৃদয়ে শুভ চিন্তাগুলো কীসের মতো ওঠে?

খ. মিলিতে পারি না সেই দলে— কেন?

গ. উদ্দীপকে জামিলের মধ্য দিয়ে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “কবি কামিনী রায় ‘শক্তি মরে ভীতির কবলে’ বলে যে পরিণতি উল্লেখ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উদ্দীপকের জামিলের জীবনে।”— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

“নিন্দুকেরে যে করে ভয়

পরাজয় হবে তার নিশ্চয়।

সমালোচনা সেতো নিন্দুকের ধর্ম

তাই বলে কী থেমে যাবে আপনা কর্ম?

নিন্দুক ভীতে কভু হয়ো না দুর্বল

সংকল্প তবেই হবে সার্থক ও সফল।

ক. ‘উপেক্ষা’ কথাটির অর্থ কী?

খ. মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ কীভাবে করতে হবে?

গ. উদ্দীপকটিতে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ঘ. সংকল্প বাস্তবায়নে কী করা উচিত তা উদ্দীপক এবং ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার আলোকে তুলে ধর।

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পলাশী অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় একদিন এক জ্যোতিষী তার হাত গণনা করে বলেন, ‘তার জীবন এক সময় পরিচিতজনদের দ্বারা গভীর সংকটে পড়বে।’ তারপর থেকে পলাশী সব সময় আড়ালে, আবডালে থাকতে শুরু করে দিল। হাসিখুশি স্বভাবের পলাশী দিনে দিনে সংশয় আর সন্দেহের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকল।

ক. ‘ছল’ শব্দের অর্থ কী?

খ. সংশয় থাকলে কাজ এগোয় না কেন?

- গ. উদ্দীপকে পলাশীর মানসিকতার সঙ্গে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকের পলাশীর মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার সংশ্লিষ্ট সত্তাকে খুঁজে পাই।” – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

## পাছে লোক কিছু বলে

১। কামিনী রায় কোন কলেজ থেকে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন?

- (ক) বেথুন (খ) লেডি ব্রবোর্ন  
(গ) হুগলি (ঘ) আলীগড়

২। “সদা ভয়, সদা-।” শূন্যস্থানে হবে -

- (ক) কাজ (খ) সাজ  
(গ) লাজ (ঘ) সংশয়

৩। মানুষের সংকল্প টলে যায় কিসের অমোঘপ্রভাবে?

- (ক) বিশ্বাসের (খ) নিয়তির  
(গ) ভাগ্যের (ঘ) সংশয়ের

৪। নিচের কোন গ্রন্থটির কবি কামিনী রায়?

- (ক) নির্মাল্য (খ) বলাকা  
(গ) কপালকুন্ডলা (ঘ) পথের পাঁচালি

৫। ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যগ্রন্থের কবি কে?

- (ক) আহসান হাবীব (খ) আল মাহমুদ  
(গ) কামিনী রায় (ঘ) সুফিয়া কামাল

৬। কবি কামিনী রায়ের পেশা কী ছিল?

- (ক) চিকিৎসা (খ) ওকালতি  
(গ) ব্যবসা (ঘ) অধ্যাপনা

৭। কবি কামিনী রায়ের কবিতায় কার প্রভাব স্পষ্ট

- (ক) কাজী নজরুল ইসলাম-এর  
(খ) সুফিয়া কামাল-এর  
(গ) লালন শাহ-এর  
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর

৮। সংশয়ে সদা সংকল্প কী হয়?

- (ক) টলে (খ) কাঁদে  
(গ) জলে (ঘ) মিলে

৯। হৃদয়ে কিসের মতো শুভ্র চিন্তা ওঠে?

- (ক) ফেনার (খ) বুদবুদের  
(গ) অশ্রু র (ঘ) সেড়বহের

১০। নয়নের জল কিরূপ?

- (ক) শুষ্ক (খ) নির্মল  
(গ) মহৎ (ঘ) ম্রিয়মাণ

১১। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটির রচয়িতা কে?

- (ক) জসীমউদ্দীন  
(খ) কামিনী রায়

(গ) সুফিয়া কামাল

(ঘ) কাজী নজরুল

১২। কামিনী রায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

- (ক) ১৮৬৬ সালে (খ) ১৮৬২ সালে  
(গ) ১৮৬৪ সালে (ঘ) ১৮৬০ সালে

১৩। কামিনী রায় রচিত ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম কী?

- (ক) সংকল্প (খ) কিশোর কবিতাবলি  
(গ) গুঞ্জন (ঘ) কৈশোরক

১৪। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কামিনী রায়কে ‘জগন্নারীণী’ স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়?

(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(খ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়

(গ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

(ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৫। কত সালে কামিনী রায় অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন?

- (ক) ১৮৮০ সালে (খ) ১৮৮৬ সালে  
(গ) ১৮৮৮ সালে (ঘ) ১৮৯০ সালে

১৬। কামিনী রায় ১৯৩৩ সালের কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

- (ক) ২৮শে সেপ্টেম্বর (খ) ২৭শে সেপ্টেম্বর  
(গ) ১লা মার্চ (ঘ) ২৯শে মার্চ

১৭। কবি নীরবে কী ঢাকেন?

- (ক) লজ্জা (খ) আপনাকে  
(গ) বন্ধুকে (ঘ) মনকে

১৮। কবির প্রাণ কে দিয়েছেন?

- (ক) মালিক (খ) বিধাতা  
(গ) রাজা (ঘ) জমিদার

১৯। মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে কোনটিকে বর্জন করতে হবে?

- (ক) ভয়ভীতি (খ) সংশয়  
(গ) সংকল্প (ঘ) বাধা

২০। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার শেষ চরণ কোনটি?

- (ক) সদা ভয় সদা লাজ  
(খ) পাছে লোকে কিছু বলে

(গ) নীরবে আপনা ঢাকি

(ঘ) থাকি সদা ম্রিয়মান

২১। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় সংশয়ে কী টলে?

- (ক) সংকল্প (খ) সন্দেহ



(গ) সিদ্ধান্ত (ঘ) বুদবুদ  
২২। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় ভীতির কবলে কী মরে?  
(ক) লাজ (খ) শক্তি  
(গ) চিন্তা (ঘ) সেড়বহ  
২৩। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি কেমন থাকার কথা বলেছেন?  
(ক) ভয়ে (খ) সংশয়ে  
(গ) ম্রিয়মাণ (ঘ) শুষ্ক  
২৪। সংশয়ে সদা সংকল্প কী হয়?  
(ক) টলে (খ) কাঁদে  
(গ) জলে (ঘ) মিলে  
২৫। হৃদয়ে কিসের মতো শুভ্র চিন্তা ওঠে?  
(ক) ফেনার (খ) বুদবুদের  
(গ) অশ্রু র (ঘ) সেড়বহের  
২৬। অনেকেরই কাজ করার শক্তি মরে যায়কিসের কবলে পড়ে?  
(ক) লজ্জার (খ) ভীতির  
(গ) দ্বিধার (ঘ) সংকটের  
২৭। 'সংশয়' অর্থ কী?  
(ক) সন্দেহ (খ) দ্বিধা  
(গ) ভয় (ঘ) সব  
২৮। 'আর্থি' শব্দের সবচেয়ে পরিচিত সমার্থকশব্দ কোনটি?  
(ক) চোখ (খ) অক্ষি (গ) নয়ন (ঘ) চক্ষু  
২৯। 'গুঞ্জন' কামিনী রায়ের কোন জাতীয় রচনা?  
(ক) কাব্যগ্রন্থ (খ) উপন্যাস  
(গ) গল্পগুচ্ছ (ঘ) নাটক  
৩০। হৃদয়ে লাভ করা শুভ্র চিন্তা হৃদয়ের তলে মিশে যায় কোন পরিশ্রেক্ষিতে?  
(ক) বড়দের ভয়ে (খ) শিশুদের কোলাহলে  
(গ) সংকোচের জন্য (ঘ) প্রকৃতির প্রভাবে  
৩১। মানুষের প্রাণ বা জীবনীশক্তির মৃত্যু হয় যে দশার উপনীত হলে -  
(ক) ভয় - ভীতি (খ) মান - সম্মান  
(গ) ভোগ - বিলসিতা (ঘ) প্রভাব-প্রতিপত্তি  
৩২। কবি কাজ করতে পারেন না কেন?  
(ক) বাধা পাওয়ায় (খ) লোকের উৎসাহে  
(গ) ভয় আর লজ্জায় (ঘ) সংকল্প সাধনে  
৩৩। কবি কিসের ছলে চলে যান?  
(ক) নীরবতার (খ) সাহসিকতার  
(গ) উপেক্ষার (ঘ) প্রত্যাশার  
৩৪। কবি কোন উদ্দেশ্যগুলোকে মিলাতে পারেন না?

(ক) মহৎ (খ) মন্দ  
(গ) ভালো (ঘ) শুভ্র  
৩৫। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় বিধাতার দেওয়া প্রাণ ভীতির কবলে পড়ে কেমন হয়ে যায়?  
(ক) ভীতিগ্রস্থ (খ) কাতর  
(গ) প্রাণহীন (ঘ) আতঙ্কগ্রস্থ  
৩৭। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি কেন নিজেকে সংগোপনে রাখেন?  
(ক) সংকোচের কারণে (খ) দুর্বলতার কারণে  
(গ) হতাশার কারণে (ঘ) লজ্জার কারণে  
৩৮। কবি কামিনী রায় কেন নির্মল নয়নের আঁখিকে শুষ্ক রাখেন?  
(ক) দ্বিধার কারণে (খ) হতাশার কারণে  
(গ) দুর্বলতার কারণে (ঘ) সমালোচনার ভয়ে  
৩৯। মনের দৃঢ় ইচ্ছাগুলো কেন পূরণ হয় না?  
(ক) দ্বিধার কারণে (খ) চিন্তার কারণে  
(গ) হতাশার কারণে (ঘ) ভীরা তার কারণে  
৪০। বিধাতার দেওয়া প্রাণ ভীতির কবলে পড়ে কেমন হয়ে যায়?  
(ক) বিবর্ণ (খ) কাতর  
(গ) বিস্ময় (ঘ) করুণ  
৪১। কারও ব্যথা উপশম করতে কী যথেষ্ট?  
(ক) সহানুভূতি (খ) সম্পত্তি  
(গ) টাকা পয়সা (ঘ) প্রতিপত্তি  
৪২। 'সংশয়' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত?  
(ক) সমাস (খ) সন্ধি  
(গ) বচন (ঘ) কারক  
৪৩। 'করিতে' শব্দটির চলিত রূপ নিচের কোনটি?  
(ক) করা (খ) করতে  
(গ) করিতেছে (ঘ) করছে  
৪৪। কারো ব্যথা উপশম করতে কী যথেষ্ট?  
(ক) সহানুভূতি (খ) সেবায়তড়ব  
(গ) টাকা পয়সা (ঘ) আনন্দ দান  
৪৫। 'আড়ালে থাকা' কথাটি কী অর্থে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?  
(ক) ভীরা তা (খ) সংশয়  
(গ) হতাশা (ঘ) দুর্বলতা  
৪৬। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কথক ভয়ে করতে পারেন না -  
(ক) সাজ (খ) কাজ  
(গ) নাচ (ঘ) গান

৪৭। ‘সম্মুখে-নাহি চলে।’ শূন্যস্থানের সঠিকশব্দটি হলো -

(ক) হস্ত (খ) পদ (গ) চরণ (ঘ) দৃষ্টি

৪৮। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি সৃষ্টির উৎস হিসেবে কোন নামটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) কামিনী রায়

(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৪৯। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) সমালোচনা

(খ) লোকনিন্দা

(গ) ভীর্ণ তা

(ঘ) সংশয়

৫০। ‘সংকল্প’ বলতে কী বোঝায়?

(ক) মনের কথা

(খ) মনের দৃঢ় ইচ্ছা

(গ) স্বপ্নভব

(ঘ) সং চিন্তা

৫১। ‘শুভ্র’ শব্দটি কী অর্থে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) সাদা

(খ) সফেদ

(গ) পরিস্কার

(ঘ) দাগহীন

৫২। কবিতার প্রধান বাহন -

(ক) বক্তব্য

(খ) ভাব

(গ) ভাষা

(ঘ) মন্তব্য

৫৩। কেউ কেউ হৃদয়ের মহৎ চিন্তাগুলো প্রকাশ করতে পারে না কেন?

(ক) সংশয়ে

(খ) সংকোচে

(গ) অর্থাভাবে

(ঘ) দ্বিধাহীনতায়

৫৪। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার আলোকে আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও

কেউ কেউ চলে যায় -

(i) ভীতির কবলে পড়ে (ii) লোকলজ্জার কারণে

(iii) সমালোচনার ভয়ে, নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৫। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার আলোকে আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ চলে যান। কারণ -

(i) ভীতির কবলে পড়ে (ii) লোকলজ্জায়

(iii) সমালোচনার ভয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৬। কবির চরণ সম্মুখে না চলার কারণ -

(i) নিন্দাকারীদের ভয় (রর) সমালোচকদের ভয়

(iii) পাছের লোকদের ভয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৭। যখন মানুষ ‘পাছে লোকে কিছু ভাবছে’

ভাবে তখন মানুষ যা করে থাকে -

(i) আড়ালে-আবডালে থাকে

(ii) নীরবে-গোপনে থাকে

(iii) জীবন স্থবির করে রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫৮। নিজের রাষ্ট্র ও সমাজে গুরু তৃপ্ত অর্জন রাখতে হলে মানুষের যা পরিহার করা কর্তব্য -

(i) সুখের আয়োজন (ii) দ্বিধা-সংকোচ

(iii) ভয়-লজ্জা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) iii

৫৯। ‘শুভ্র’ শব্দটি ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে -

(i) সাদা (ii) পরিস্কার (iii) অমলিন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬০। ‘সংশয়’ শব্দের সমার্থক শব্দ হল -

(i) সন্দেহ (ii) দ্বিধা (iii) দ্বৈধবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬১। ‘প্রশমিত’ পারে ব্যাখ্যা। এখানে ‘প্রশমিত’ শব্দের অর্থ হল -

(i) উপশম (ii) নিবারণ (iii) মওকুফ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬২। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার মূল বিষয় হল -

- (i) নিঃসংকোচ চিন্তে জীবন পথেপরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা  
(ii) ভীৰু তা (iii) দুর্বলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৬৩। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে -

- (i) নিন্দাকারীদের স্বরূপ  
(ii) মানুষের ভালো চিন্তাগুলো মরে যাওয়ার কারণ

(iii) প্রকৃতির নিয়মাবলি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

\*\*\* নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নে উত্তর দাও :

শিশুকাল থেকে নিজে ঢেকে রাখার চেষ্টা আবিরের। সবকিছুতে কেবল দোটানা আর দ্বিধাভাব। কুয়াসার চাদরের মত কি যে জাপটে ধরে রাখে আবিরকে। সে অত্যাশ্চর্যমেধাবী। তবুও বিদেশী কোম্পানীর অত বড় পদের চাকরি টা আবির নেবার সাহস পেল না।

৬৪। উপরের উদ্দীপকে কামিনী রায় রচিত ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন ভাবটি প্রাসঙ্গিক?

(ক) সাহস

(খ) সংশয়

(গ) সংকল্প

(ঘ) উপেক্ষা

৬৫। কবি কামিনী রায়ের দৃষ্টিতে আবিরকে চাকরিতে

যোগদান করানোর জন্য প্রয়োজন হলর.

সাহসী হওয়া রর. মনের বল বাড়ানো

ররর. দোটানা ভাব ত্যাগ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) র, ii, iii

\*\*\* নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নে উত্তর দাও :

সুভাস সৌখিন সংগীত শিল্পী। তিনি এলাকার কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে একটি গানের স্কুল খোলার পরিকল্পনাকরেন। তিনি ভাবেন এলাকার ছেলেমেয়েরা সংগীত ভালবাসলে অন্যায় করতে পারবে

না। কিন্তু এলাকাবাসীর সমালোচনার ভয়ে তিনি তার পরিকল্পনা বাদ দেন।

৬৬। উদ্দীপকের সুভাসের মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

(ক) মনের দুর্বলতা

(খ) শরীর অক্ষমতা

(গ) মানসিক হতাশা

(ঘ) পরিকল্পনা হীনতা

৬৭। কবি কামিনী রায়ের মতে সুভাসের এ উদ্যোগ সফল করা যেতে পারে

i. দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে

ii. মনের সংশয় দূর করলে

iii. সীদ্ধান্তে অটল থাকলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) iর

(গ) iii

(ঘ) i, ii, iii